শ্রীশ্রীব্রহ্মজমায়ের

স্বতঃস্ফূর্ত্ত

সঙ্গীতাবলী।

প্রকাশক :

স্বামী শাশ্বতানন্দ

প্রাপ্তিস্থান :

(১) মাগুড়া নির্ব্বাণ মঠ
পোঃ মাগুড়া-লালপুর
জিলা পুরুলিয়া (পঃ বঃ)

(২) দেওঘর নির্ব্বাণ মঠ
পোঃ বৈদ্যনাথ ধাম,
জিলা সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

(৩) সিদ্ধাশ্রম
গ্রাম ফুলসড়া, পোঃ চাঁদপাড়া বাজার
জিলা চব্বিশ পরগণা (পঃ বঃ)

মুদ্রাকর :
শ্রীদুঃখভঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ছাপাঘর, ধানবাদ।

মূল্য এক টাকা

শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞমায়ের

স্বতঃস্ফূর্ত্ত

সঙ্গীতাবলী।

শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞমায়ের শুভ জন্মতিথি দিবসে
মাগুড়া নির্ব্বাণ মঠ
পোঃ মাগুড়া-লালপুর, জিলা পুরুলিয়া (পঃ বঃ)
হইতে
স্বামী শাশ্বতানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইল।
শুক্লাএকাদশী, ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৭১ বাং

ওঁমা

শ্রী শ্রীব্রহ্মজ্ঞমায়ের শ্রীচরণ কমলে
উৎসর্গীকৃত।

শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ মা

প্রাক্-কথন

যাঁহারা সদ্ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য অবগত আছেন তাঁহারা

		শুদ্ধ	...	অশুদ্ধ
পৃষ্ঠা	২	শাস্ত্রগত	...	শাস্ত্রগণ
„	৭	প্রাণস্পর্শী	...	প্রাস্পর্শী
„	„	বেদান্ত	...	ব্যেদান্ত
„	„	পরাশান্তি	...	পরাশাস্তি
„	„	বাক্যের	...	বাকোর
„	৯	মৃত্যোর্মমৃতং	...	মৃত্যোর্গামৃত
„	„	আবিরাবীর্মএধি	...	আবিরাবীর্গত্রধি
„	১৫	শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত তুমি আছ নিত্য বিদ্যমান,		শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আছ সদা বিদ্যমান,

ছিল। সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় কথা প্রসঙ্গে সাধারণ পত্রাবলী, কবিতা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁহার যে সকল অমৃতবাণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার তুলনা নাই। পণ্ডিতের ভাষায় সাধারণতঃ

প্রাক্-কথন

যাঁহারা সদ্ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য অবগত আছেন তাঁহারা জানেন যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে সাধারণতঃ যোগ্য এবং অধিকারসম্পন্ন মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তদুপদিষ্ট উপাসনা অথবা বিচার-পথে অগ্রসর হইতে হয় কিন্তু জন্মান্তরীণ সুকৃতি বশতঃ কাহারও কাহারও এমনও সৌভাগ্য উদিত হয় যে বাহ্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করিলেও অন্তরগুরু ও মহাজ্ঞানের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তি সংসারে খুবই বিরল সন্দেহ নাই কিন্তু আ ছ তাহা সত্য।

এই গ্রন্থে যে মহনীয় মহিমার পবিত্র উপদেশ প্রকাশিত হইয়াছে তিনি বহির্ভাবপ্রধান বর্ত্তমান যুগেও লেখাপড়া না শিখিয়া এবং দেহধারী গুরুর সাহায্য না পাইয়াও শুধু অন্তরের প্রেরণা হইতেই স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ পরমজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিবেক, বৈরাগ্য, ধ্যানশীলতা ও তত্ত্ববিশ্লেষণে রুচি—এসবগুণ বাল্যকাল হইতেই তাঁহার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ছিল। সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় কথা প্রসঙ্গে সাধারণ পত্রাবলী, কবিতা ও সঙ্গীতের মাধ্যমে তাঁহার যে সকল অমৃতবাণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার তুলনা নাই। পণ্ডিতের ভাষায় সাধারণতঃ

শাস্ত্রগত পাণ্ডিত্যের অনিচ্ছামূলক ঝলক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞমায়ের সরল ও সচ্ছল ভাষাতে আড়ম্বরহীন অনুভবের গভীরতা হৃদয়কে স্পর্শ করে।

মায়ের কথায় ষট্‌চক্রের প্রবন্ধটি পড়িলে বুঝিতে পারা যায় যে চক্রভেদ বস্তুতঃ আর কিছুই নহে—ইহা জ্ঞানের ক্রমিক অন্তর্মুখীনতার অনুপাতে যাবতীয় বিকল্পের নিবৃত্তির ফলে নির্মল আত্মস্বরূপের প্রকাশ মাত্র। এক এক চক্র অতিক্রমের সঙ্গে সঙ্গে বিকল্পশোধনের এক এক স্তর অতিক্রম হয়।

ব্রহ্মজ্ঞমায়ের উপদেশপূর্ণ সরল বাণী বালকবৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সকলেরই পরমকল্যাণ সাধন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রকাশক মহাশয় সকল মুমুক্ষু ও জিজ্ঞাসু ভক্তগণেরই ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ (এম, এ, ডি, লিট)
(মহামহোপাধ্যায়—পদ্মবিভূষণ) কাশীধাম।

নিবেদন

লোকলোচনের অন্তরালে হিমাচলের সুশীতল বুকে আপনছ.ন্দ নয়নমনোহর কত কত অনুপম কুসুমরাজি বিকসিত হইয়া আছে। অপেক্ষা কাহারও নাই। আপনি ফুটিয়া আপনি আনন্দে বিশ্বস্রষ্টার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করিতেছে—আবার স্রষ্টার বুকে স্বকারণে ঝরিয়া পড়িয়া তদ্রূপতা, স্বরূপস্থিতি লাভ করিতেছে। জগতের কেহ জানিল কিনা—দেখিল কিনা ভ্রূক্ষেপও নাই।

এইরূপই কত কত মহাজন ভগবৎতাদাত্ম্য লাভ করতঃ তপঃ প্রভায় হিমাচলের গোপন বক্ষ আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। কদাচিৎ কোন সৌভাগ্যবান তাঁহাদের দর্শন পাইয়া থাকেন। পরন্তু কেবল হিমাচলের গোপন গুহায়ই নয়, পূণ্যভূমি ভারতের সর্ব্বত্র নিরালায় একান্তে কত মহামানব ও মহামানবী ভগবৎতত্ত্ব বিজ্ঞাত হইয়া আপনাতে আপনি নিমগ্ন হইয়া আছেন। তাঁহারা স্বয়ং কৃপা না করিলে আমরা কিরূপে তাঁহাদের পরিচয় পাইব? শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞমা এইরূপ একজন স্বয়ংসিদ্ধা মহামানবী।

পূর্ব্ববঙ্গের এক গোপন পল্লীতে যেখানে শাস্ত্রালোচনাও ছিল না—পল্লীবালিকা ব্রহ্মজ্ঞমায়ের অনুভূতি সকল বিবেক বৈরাগ্যসূচক ও অদ্বৈততত্ত্ব মূলক উপদেশ, কবিতা ও সঙ্গীতে প্রকাশ পাইয়াছে—যাহা শুনিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়—যে পল্লী-

বালিকার আক্ষরিক জ্ঞান খুব সীমিত এবং যিনি কোন দিন কোনও গুরুগ্রহণ বা কোন সাধু মহাত্মা কিংবা পণ্ডিত ব্যক্তির সান্নিধ্য ও শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করেন নাই, অথচ এই মহামহীয়সী-মা অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণা। মায়ের অলৌকিক জীবনের পরিচয় ও প্রভাবে অনেক ধর্ম্মজিজ্ঞাসু লোক মায়ের পূণ্যসঙ্গ ও আশ্রয় পাইয়া আধ্যাত্মিক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন।

মা যখন আপনাতে আপনি ডুবিয়া তত্ত্বপূর্ণ বৈরাগ্য প্রধান সঙ্গীত সকল গাহিতেন, সুর তাল মান লয় সহ সঙ্গীত সকল স্বতঃ স্ফুরিত হইত, ভক্তগণ তাহা লিখিয়া রাখিতেন। সেই সকল অনুপম আত্মতত্ত্ব রস ভক্তগণ নিজেদের মধ্যেই গুপ্ত না রাখিয়া অকৃপণ হস্তে সকলের পানের জন্য পরিবেশন করিতেছেন। ইহা তাঁহাদের পরম ঔদার্য্য এবং আমাদের পরম সৌভাগ্য।

ব্রহ্মস্বরূপিণী মায়ের চরণে প্রার্থনা আমরা যেন এই সকল গভীর তত্ত্বধারণের যোগ্য হই। মহাত্মাগণের পরিবেশন যেন সাফল্য মণ্ডিত হয়।

নিবেদিকা—

(শ্রীশ্রীসন্তদাস বাবাজীর আশ্রিতা সন্ন্যাসিনী) শ্রীগঙ্গাদেবী।

কাব্যব্যাকরণ পুরাণ সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ—বেদান্ত সরস্বতী

শ্রীঅন্নদাদেবী মাতৃ আশ্রম, কাশীধাম।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

বেদবেদান্ত উপনিষদের অধিকাংশ, গীতাদি স্মৃতি গ্রন্থরাশি, অষ্টাদশ পুরাণ, চতুর্দ্দশসংহিতা ও তন্ত্রাদি প্রায় সকল শাস্ত্রই কবিতায় নানা ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান শ্রীবুদ্ধদেবের উপদেশবাণী ধম্মপদ প্রভৃতি গ্রন্থে পালিভাষায় কবিতায় নিবদ্ধ হইয়াছে। ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য্যের অতিশয় সুললিত ছন্দে অজস্র কবিতা, ভজন, স্তবস্তুতি ও বহু গ্রন্থ ভারতে তথা সারা বিশ্বে বিশেষ সমাদৃত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্য ও সাধকগণের উপদেশাবলী কবিতায় ছন্দে লিখিত হইয়াছে। শ্রীতুলসীদাস, কবীর, তুকারামজী, নানক, দাদু প্রভৃতি বহু সিদ্ধ সাধকগণের উপদেশাবলী ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগাচার্য্য বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দের "বীরবাণী" সোহহং স্বামীর অনেক গ্রন্থ ও স্বামী রামতীর্থের বহু উপদেশ প্রাঞ্জল কবিতায় লিখিত হইয়াছে। সেইরূপ শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞমায়ের আত্মোপলব্ধি জনিত বাণী ও উপদেশাবলী বহু কবিতায় ও সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বতঃস্ফুর্ত্ত সাবলীল ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"অস্মিন্ জন্মে জন্মান্তরে বা"—জন্মান্তরের তপস্যা ও সাধনার ফলে মায়ের মনে অতি অল্প বয়সেই স্বতঃ সঞ্জাত তীব্র বৈরাগ্য জাগ্রত হইয়াছিল। গ্রামে ও

গৃহস্থপরিবারের আবেষ্টনীতে মা কারও নিকট অথবা কোনও পুস্তকে আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা লাভ করেন নাই। বিনা গুরু শাস্ত্র উপদেশেই মায়ের আত্মতত্ত্বানুসন্ধান ক্রমেই গভীর হইতে গভীতর হইতে লাগিল।

"আমিকে জানিতে আমির সন্ধানে হ'ল চিত্তনিমগণ।
হইল আরম্ভ আত্মানুসন্ধান দিবানিশী অনুক্ষণ॥

নানা বাধাবিঘ্ন সহজেই অতিক্রম করিয়া মা সুগভীর ধ্যানে মগ্ন হইতে লাগিলেন। পরে তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন ধ্যানের ফলে মা পুনঃ পুনঃ সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। সমাধি থেকে ব্যুত্থানের সঙ্গে মায়ের শ্রীমুখ থেকে স্বতঃই বহু কবিতায় মায়ের আত্মস্বরূপ উপলব্ধির তত্ত্ব প্রকাশ হইতে লাগিল—"আমি পরম জ্যোতি নিত্য শিব চিন্ময়। আমি অজর অমর নাহি মম কোন ভয়॥……ইত্যাদি।

স্বাভাবিক ক্রমে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু যুবকগণ মায়ের বাণী ও উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া মায়ের শরণাগত হইতে লাগিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—"তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং অহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ", "অয়ং স্বভাব যৎ পর শ্রমাপনোদনং মহাত্মনাম"। মা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অমৃত রস পান করিয়া সকলকে উহা পরিবেশন করার জন্য ব্যাকুল হইলেন এবং কবিতায়, গানে ও উপদেশে সকলকে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন—"নিত্যরসে নিত্য স্থানে ব'সে থাক আপন ধ্যানে

আপন মনে আপন গান গাও……ইত্যাদি কবিতায় উপদেশামৃত অবিরাম বিতরণ করিতে লাগিলেন। পরে বৈদ্যনাথ ধামে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের পাশে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীগণ সহ অবস্থান-কালে মা স্বতঃই সঙ্গীতের ভিতর দিয়া তত্ত্বোপদেশ দিতে লাগিলেন। মায়ের শ্রীমুখ থেকে তালে সুরে রাগিণীতে অদ্ভুত তত্ত্বমূলক ও বৈরাগ্যমূলক নানা সঙ্গীত প্রকাশ হইতে লাগিল।

(১) "আমি হই যাহা বলা কি যায় তাহা অব্যক্ত আমি নিরঞ্জন। নহি ইন্দ্রিয়াদি আমি সেই অনাদি নহি দেহ আমি চিত্ত বুদ্ধি মন"। ……ইত্যাদি

(২) "করিয়া বিচার দেখ একবার কেন এলে হেথা বিষয় কানন। বাসনা কামনা রিপুর তাড়না শমন যন্ত্রণা ভোগ কি কারণ? ……ইত্যাদি।

আমরা মায়ের আশ্রিত সন্ন্যাসীগণ ঐ সকল সঙ্গীত মায়ের শ্রীমুখে প্রাণস্পর্শী সুমধুর সুরে শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।

মায়ের সকল উপদেশ, কবিতায় ও সঙ্গীতে ইহাই স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছে—উপনিষৎ, বেদান্ত এবং শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত অদ্বৈত জ্ঞানই চরম ও পরম তত্ত্ব এবং ত্যাগবৈরাগ্য, আত্মানুসন্ধান ও আত্মবিচারই তত্ত্বজ্ঞান তথা পরামুক্তি ও পরাশান্তি লাভের উপায়। সত্যদ্রষ্টা ঋষির "তত্ত্বমসি" মহা-বাক্যের ন্যায় মা সাধকগণকে সঙ্গীতে বলিয়াছেন—"শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত তুমি আছ নিত্য বিদ্যমান; মিথ্যা কল্পনা তোমার দেহ বুদ্ধি

অভিমান; তুমি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ খুলে দেখ জ্ঞান নয়ন। তুমি কোন জন কর নিরূপণ ·····ইত্যাদি।

ঐ সকল সঙ্গীতাবলী এই পুস্তিকায় প্রকাশ করা হইল। উহাতে বিবেক বৈরাগ্যবান মুমুক্ষু সাধকগণের এবং ধর্ম্মজিজ্ঞাসু সজ্জনগণের আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা লাভের সুযোগ হইবে ভরসা করি। শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণাশ্রিত সন্তান ও আমার গুরুভাই স্বামী ওমানন্দজীর বিশেষ আগ্রহ ও শ্রীশ্রীমায়ের শরণাগত স্বামী ওঁকারানন্দজীর সহযোগিতাই এই পুস্তিকা প্রকাশের মূলে রহিয়াছে। ওঁকারানন্দজী ঐ সকল সঙ্গীতের সুর তাল রাগিনী যথাসম্ভব মায়ের অনুরূপ ভাবে ঠিক করিয়াছেন।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় ও শ্রীযুক্তা গঙ্গাদেবী ব্রহ্মজ্ঞমায়ের প্রতি শ্রদ্ধায় ও আমাদের প্রতি প্রীতি ও শুভেচ্ছায় হৃদয়গ্রাহী ভাব ও ভাষায় এই পুস্তিকায় যাহা লিখিয়াছেন-সেজন্য তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ব্রহ্মবিদ্ মহাপুরুষগণই অজ্ঞানান্ধকারময় ঘোর প্রহেলিকাচ্ছন্ন সংসারের বিষয়কণ্টকাকীর্ণ পথে উজ্জ্বল আলোক বর্ত্তিকা স্বরূপ। ত্রিতাপ সন্তপ্ত ও অজ্ঞানোপহত মানব মহাপুরুষগণের অমৃত বারি সিঞ্চনে ও তত্ত্বজ্ঞানামৃত পানে সংসার সন্তাপ মুক্ত হইয়া পরাশান্তি লাভ করে। "দুর্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দেবানুগ্রহহেতুকম্। মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয় ॥"

ব্রহ্মজ্ঞমা-ব্রহ্মজানাতি ইতি ব্রহ্মজ্ঞ। "যো ব্রহ্মবেদ স ব্রহ্মৈব ভবতি" যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া থাকেন। ব্রহ্মস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—"পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।" ভগবানই জগন্মাতা ভক্ত প্রার্থনা করেন—"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।" ব্রহ্মজ্ঞমা ব্রহ্মস্বরূপিনী মা। মায়ের আশ্রিত সন্তানের প্রার্থনা—"অসতো মা সদ্‌গময়; তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মামৃত গময়; আবিরাবীর্মএধি"॥ অসৎ হইতে মোরে সৎপথে নেও; অন্ধকারে আছি মোরে আলোক দেখাও। মরণের পথ থেকে অমৃতত্বে নেও; আমাময় হয়ে তুমি প্রকাশিত হও॥

"গুরোর্মধ্যে স্থিতা মাতা মাতৃ মধ্যে স্থিতোগুরুঃ।
গুরুর্মাতা নমস্তেস্ত্ত মাতৃগুরোর্ণমাম্যহম্"॥

"মাতৃ চরণে সমর্পণমস্তু"।

ইতি—বিনত
মায়ের দীন সন্তান
শাশ্বতানন্দ

ওঁমা

শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞ মায়ের

স্বতঃস্ফূর্ত্ত

সঙ্গীতাবলী।

বেহাগ-খাম্বাজ । ঝাঁপতাল

নিজ নিজ কর্ম্মফলে, জীবের জন্ম মরণ হয়।
যার যখন হয় খেলা সাঙ্গ, চ'লে যায় সে শমনালয়॥
দারা সুত পিতামাতা-কেউ নয় আপন বন্ধু ভ্রাতা।
দুদিনেরই এমমতা-আর হবেনা পরিচয়॥
একাই এসেছ ভবে-একা তোমায় যেতে হবে।
সঙ্গের সাথী কেউ না রবে-দেখবে অন্ধকারময়॥
আসা যাওয়া বারে বার-এ অনিত্য অসার সংসার।
মিছে ক'রে আমার আমার-আপন কথা ভুলে রয়॥
আমিত্ব অজ্ঞানে অন্ধ-মিছে মায়ায় হ'য়ে বন্ধ।
দেহের সঙ্গে নাই সম্বন্ধ-তবু আমার আমার কয়॥
কালের কাছে নাই কালাকাল-কালফেলেছে এ মায়াজাল।
কখন যে কার পূর্ণ হয় কাল-নাইতো কভু তার নির্ণয়॥

—(১)—

ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ । একতাল

এক মনে আত্মধ্যানে থাক ব'সে নিরলে।
ঘুচিবে আঁধার আসিবে আলো পাপ তাপশোক যাবে চ'লে ॥
স্বভাবের ভাবে দিলে পরে ডুব;
জাগিয়া উঠিবে আপন স্বরূপ;
রোগ শোক আদি জন্মজরাব্যাধি ডুবে যাবে অতলতলে ॥
দূরে যাবে সব মরমের ব্যথা, রিপুর তাড়না নাহি কভু তথা।
একশুদ্ধ আত্মা আছে বিদ্যমান, ছোঁয়না তারে কখন কালে ॥
যাঁর নামে শমন পলায় ভয় ত্রাসে
নিত্য নিত্য রসে আনন্দে সে ভাসে।
সর্ব্বত্র সমান নাহি ভেদজ্ঞান বিরাজ করে বিমলে ॥
মায়া মোহ মেঘ নাহি তাঁর কাছে
সাক্ষীস্বরূপ হ'য়ে প্রতি ঘটে আছে;
চির পূর্ণ তৃপ্তি নাহি ভয় ভীতি জ্ঞানের দীপ সদা জ্বলে ॥

খাম্বাজ । ঝাঁপতাল

ভাব দেখি মন প্রাণভরে জঠর জ্বালা রবে নারে ।
তুমি পরম ব্রহ্মস্বরূপ বিরাজ অখণ্ডাকারে ॥
তুমি সদা নিত্য মুক্ত নহ তুমি কভু বদ্ধ
তুমি চিরপ্রবুদ্ধ দেখনা চেয়ে ॥
কাম ক্রোধ লোভ আদি নাহি তব মৃত্যু ভয়,
ঘৃণা লজ্জা নাহি তব শুদ্ধ আত্মা চিন্ময় ।
হ'য়ে তব খণ্ডজ্ঞান হারায়েছ আত্মজ্ঞান
তোমার সৃষ্টি এ অজ্ঞান অজ্ঞানেতে আছ পড়ে ॥
নাহি তোমার কোন কর্ম্ম পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম
নাহি মৃত্যু কভু জন্ম তুমি নির্ব্বিকার ।
নাহি তব মন বুদ্ধি নাহি অহংকার
নাহি তব পিতামাতা দারাসুত পরিবার ।
তোমারি ভুলেরি ছায়া তাতে আছ মুগ্ধ হইয়া
আপন ভুলে আপনি ভুলিয়া আপন হ'তে আছ স'রে ॥

----(৭)----

খাম্বাজ । ঝাঁপতাল

কি অবোধ মূঢ় তুমি না করিলে দুঃখের ত্রাণ;
কভু নাহি করলে চেষ্টা পাইতে সে আত্মজ্ঞান ॥
এজগৎ মায়ার ভ্রান্তি নাহি তাতে কভু শান্তি।
সুখ-আশে দুঃখানলে বিষয় বিষে জ্বল্‌ছে প্রাণ ॥
মিটিল না প্রাণের জ্বালা অপরাহ্ন হ'ল বেলা।
পথ ভ্রান্ত শ্রান্ত তুমি না সাধিলে শান্তির স্থান ॥
কাল সন্ধ্যা আসে ঘিরে তোমায় গ্রাস করিবারে।
ত্বরা করে সংসার ছেড়ে কর সদা আত্মধ্যান ॥

কাফি । যৎ

নিরলে বসি ভাব দিবানিশি, সেই সে আপন ভাবনা।
পাইবে শান্তি হইবে তৃপ্তি, আসা যাওয়া আর রবেনা ॥
ডুবে থাক তুমি জ্ঞানসিন্ধুনীরে, পাপ রাশি সব সরে যাবে দূরে।
জ্ঞান ধনুর্ব্বাণ রেখো সদা করে, ষড়রিপু জ্বালা রবেনা ॥

চিন্ত পরমাত্মা অখণ্ড অব্যয়, যাঁহার বিভূতি এই বিশ্বময়।
মহানির্ব্বাণ খোরে সমাধি মন্দিরে, কালাতীত হয় যে জনা॥
নির্ব্বিকল্প সেই আনন্দস্বরূপ, নহি কালাকাল অনাম অরূপ।
নির্গুণ নিষ্কাম স্মরণে যাঁর নাম, যম জ্বালা আর থাকে না॥
যাহার স্মরণে এমোহিনী মায়া, দগ্ধ হ'য়ে যায় স্বপনের ছায়া।
করিয়ে সাধন লভিলে সে ধন, জন্ম মরণ আর হবেনা।

—•—

পূরবী। আড়াঠেকা

খেলা ছেড়ে আয়রে তোরা কে যাবি ঐ ভবপারে।
চেয়ে দেখনা আর বেলা নাই তিমির আঁধার আসে ঘিরে॥
ভবনদীর অকূল পাড়ি—চালাও তরী তাড়াতাড়ি।
সন্ধ্যা বেলায় ধরলে পাড়ি—ডুববে তরী অগাধনীরে॥
অনিত্য বিষয় পেয়ে—কাল ঘুমেতে রইলি শুয়ে।
জেগে এখন উঠ ধেয়ে—চল মায়ার জগৎ ছেড়ে॥
দারা সুত সব পরিজন—কালের হাতের এই আয়োজন।
মরবে মাকড়সা যেমন—আপন প্যাঁচে আপনি পড়ে॥
আপন কথা করে স্মরণ—দূর করে দে জন্ম মরণ।
ব'ধে এবার কাল শমন—পার হয়ে যা চিরতরে॥

—•—

পূরবী । আড়াঠেকা

শান্তি সুধা পরিমলে, ডুবে থাক মন বিহঙ্গ।
কাম ক্রোধ লোভ আদি, ছাড় এ কুজন সঙ্গ ॥
পঞ্চ ভূতের দেহ ঘরে, বদ্ধ হ'য়ে অন্ধকারে।
হাড় মাংসের খাঁচায় পড়ে, মাতাল হয়ে করছ রঙ্গ ॥
যখন শমন করবে জারি, কোথায় রবে সাধের নারী।
দালান কোঠা মটর গাড়ী, খেলা যবে হবে সাঙ্গ ॥
আছে রিপু ষোল জনা, তোমার বসে কেউ থাকে না।
লুটে নেয় সব ষোল আনা, দেখে কেন না হয় আতঙ্ক ॥
থাক তুমি ধ্যানে বসে, মায়ার বেড়ী যাবে খ'সে।
হাসি কান্না যাবে ভেসে, জেগে উঠবে জ্ঞান তরঙ্গ ॥

ভৈরবী । একতালা

করিয়া বিচার দেখ একবার কেন এলে হেথা বিষয় কানন ।
বাসনা কামনা রিপুর তাড়না শমন যন্ত্রণা ভোগ কি কারণ ॥
রাগ দ্বেষ আদি কেবা তুমি হও, আপনি আপনার পরিচয় লও ।
কেবা তব পিতা কেবা হয় মাতা ভুলে পূর্ব্ব কথা দেখিছ স্বপন ॥
কর্ত্তা তুমি হয়ে তোষ পরিবার, যশ মান ধনে কর অহংকার ।
মোহে মুগ্ধ হয়ে আপনা ভুলিয়ে, অসার সংসারে ভ্রম অনুক্ষণ ॥
বসিয়া বিরলে কর আত্মধ্যান, খুলিবে জ্ঞানের আঁখি ঘুচিবে অজ্ঞান ।
তমঃ অন্ধকার হইবে সংহার, হৃদয়ে জাগিবে নূতন তপন ॥
নাহি সেথা আলো নাহি অন্ধকার, একমাত্র তুমি সর্ব্ব মূলাধার ।
নাহি রবি শশী নাহি গ্রহ তারা, সারাৎসার তুমি আত্মানিরঞ্জন ॥

ভৈরবী । একতালা

কেউ ত কারো নয়রে আপন, ভেবে দেখ না ।
আমার আমার আমার ক'রে, আপন ভাবনা ভাবলে না ॥
দিনে দিনে দিন যায় চ'লে
কার মায়াতে আছ ভুলে ।
যখন এসে ধরবে কালে
কেউত তোমায় ছোঁবেনা ॥
আপন চিন্তা কর ব'সে
কাল ব্যাধি খেয়ে আসে ।
শমন জ্বালা যাবে কিসে
কর সেই সাধনা ॥

ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ । একতালা

কুটিল বুদ্ধি না ছাড়িলে সাধন সিদ্ধি হবে না।
মালা তিলক ধ'রে গেরুয়া বসন প'রে লোক দেখালে চলবে না ॥
মুখে মুখে কেবল বলে তত্ত্ব কথা
যায় না কখন তাতে মরমের ব্যথা।
না ঘুচিলে সব মনের মলিনতা
শমন তোমায় ছাড়বে না ॥
বিবেক আর বৈরাগ্য নাই অন্তরে যার
করে সদা শুষ্ক জ্ঞানের বিচার।
মোহ অন্ধকার নাহি ঘোচে তার
আত্মজ্ঞান তার ফোটে না ॥
শাস্ত্র পড়া পণ্ডিত ভাষা জ্ঞানী হ'লে
চির শান্তি ধাম কভু নাহি মিলে।
শুদ্ধ আত্মজ্ঞান প্রাণে না জাগিলে
জন্ম মৃত্যু তোমার যাবে না ॥
ছাড়িয়া সংসার উদাস এ মনে
ভাবিতে হয় সদা ব্যাকুলিত প্রাণে।
ব'সে নিশিদিনে একাকী নির্জ্জনে
করতে হয় সেই সাধনা ॥

রামপ্রসাদী সুর। একতালা

শোনরে অবোধ মন পাখী।
জ্ঞান সমুদ্রের অতল জলে ডুব দিয়ে তুই থাক্‌না দেখি ॥
পাবি শান্তি প্রাণটি ভরা বিশ্বব্যাপী জগৎ জোড়া
ঘুচাইয়ে জন্ম মরা, কালকে এবার দেনা ফাঁকি ॥
বিষয় বৃক্ষ মূলে ব'সে হইয়াছ হারা দিশে;
বিষফল খেয়ে বিষয় বিষে হইয়াছ অন্ধ আঁখি ॥
যেওনা দেশ বিদেশে বসে থাক আপন বাসে;
ফুট্‌বে আলো হৃদাকাশে ছেড়ে যাবে নেসার ঝুঁকি ॥
হাসি কান্না শোক সাগরে কেন তুমি আছ প'ড়ে;
শমন তোমায় আছে ঘিরে, তুমি কোন সুখেতে আছ সুখী ?
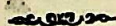
দেশ-মিশ্র । একতালা

নীরস এ মনে সংসার কাননে, কি করিছ বসি দেখ একবার ।
দিনের পর দিন ফুরিয়ে যায় দিন, অন্তিম কালের কি করলে
প্রতিকার ॥

বেদ শাস্ত্র কত করলে অধ্যয়ন, তত্ত্ব কথা কর্ণে করিলে শ্রবণ,
মোহ মুগ্ধ মন না হ'ল চেতন, ভুলিয়ে রয়েছ আপনি আপন,
আপন কুহকে জীব তুমি ভেবে, জন্মমৃত্যু জ্বালা ভোগ বার বার ॥
জন্মিলে মরণ জানিবে নিশ্চয়, চিরদিন না কভু কেহ বেঁচে রয়,
থাকিতে সময় আপন পরিচয়, নিয়ে কর দূর সে কালান্তক ভয়,
নাহি আর বেলা ছাড় ছাড় খেলা, স্বরূপ প্রকাশে নাশ অন্ধকার ॥
বিষয় বাসনায় নাহি কভু রস, যশ মান ধন সকলি নীরস,
পরশে সরস নাশিয়ে নীরস, পান কর তৃপ্তি সুধা স্বীয় রস,
আছে শান্তিধাম লভিতে বিরাম, চল চল চল চল এইবার ॥

দেশ-খাম্বাজ । একতালা

কত শত বার জনম তোমার, আসিতে আবার বুঝি সাধ মনে।
এ ভব সংসার তাতে নাহি সার, সকলি আসর দেখনা নয়নে ॥
জন্ম জরা ব্যাধি প্রতি বারে বারে, কি যাতনা ভোগ জননী উঠরে।
মল মূত্র ঢাকা অন্ধ কারাগারে, হেটমুণ্ড হ'য়ে ছিলে নিশিদিনে ॥
ভূমিষ্ঠ হইলে সে যাতনা ছেড়ে, ত্রিতাপের তাপ অমনি এসে ঘেরে।
হ'য়ে মায়াবৃত জননীর ক্রোড়ে, করিয়াছ খেলা হাসি কান্নাসনে ॥
দেখিতে দেখিতে শৈশব অস্তগত, যৌবন আঁধারে মলিন হ'ল চিত।
বাসনার স্রোতে হইয়ে মোহিত, আপন স্বরূপ জাগে না এ প্রাণে ॥
পিতামাতা ভ্রাতা দারা পরিজন, ভাবিতেছে তারা তোমারই আপন।
কাল ঘুম ঘোরে দেখে কুস্বপন, ভ্রমিতেছ এই অবিদ্যা কাননে ॥

---ω---

পূরবী একতালা।

তিমিরে ধীরে ধীরে ডুবে যায় তোর জীবন তরী।
ঘুমের ঘোরে রইলি প'ড়ে জেগে উঠনা তাড়াতাড়ি ॥
সাঁঝের বেলা আসে সেজে, ভু'লে রইলি বাজে কাজে।
বিষয় বিষে রইলি মজে, আপনা আপনি পাসরি ॥
ডাকছে মেঘ গভীর স্বরে, গুড়ু গুড়ু রব করে।
কখন যেন বাজ পড়ে, হাল ছেড়ে দেয় ছজন দাঁড়ি ॥
ভবনদীর কাল তরঙ্গ, দেখে না তোর হয় আতঙ্ক।
ছেড়ে ষোল রিপু সঙ্গ, চল জ্ঞানের আলো ধরি ॥
অবসান হ'ল বেলা, করে মিছে ধূলো খেলা।
করে সাঙ্গ মানব লীলা, চিরতরে ধর পাড়ি ॥

পূরবী । একতালা

ছাড় ছাড় খেলা নাহি আর বেলা, অবহেলে দিন গেল।
দিতে ভব পাড়ি এস তাড়াতাড়ি কাল সন্ধ্যা ঘিরে এল ॥
তোমার জীবন হয় পদ্মপত্রে জল,
কালান্তের কাল বাতাসে করে টলমল;
কখন ডুবে পড়ে অকূল নদীর ঘূর্ণিপাকে জীবন তরী তোর।
শিয়রে শমন করিছে গর্জ্জন, দেখেও না চেতন হ'ল ॥

খাম্বাজ । একতালা

(শ্রীশ্রীমায়ের স্বরূপ বর্ণন)

আমি হই যাহা বলা কি যায় তাহা, অব্যক্ত আমি আত্মা নিরঞ্জন।
নহি ইন্দ্রিয়াদি, আমি সেই অনাদি, নহি দেহ আমি চিত্ত বুদ্ধি মন॥
অদ্বিতীয় আমি নাহি কোন রূপ,
দ্বৈত বিবর্জ্জিত আনন্দ স্বরূপ;
স্বয়ং স্বপ্রকাশ নাহি মম নাশ, অবিনাশী আমি ব্রহ্ম সনাতন॥
নির্ব্বিকল্প আমি অখণ্ড অব্যয়,
নাহি জরা ব্যাধি নাহি কোন ভয়;
আমি সারাৎসার, সর্ব্ব মূলাধার, নাহি মম কভু জনম মরণ॥
কালাতীত আমি নিত্য বিদ্যমান,
নাহি হ্রাস বৃদ্ধি সর্ব্বত্র সমান;
আমি নিরাকার অখণ্ড আকার, ত্রিগুণ রহিত পূর্ণ পুরাতন॥
নাহি ভয় ভীতি মুক্তির কামনা,
নাহি বন্ধন কভু জঠর যাতনা;
আমি নিরাশ্রয়, এ ব্রহ্মাণ্ড ময়, স্বরসেতে আমি থাকি অনুক্ষণ॥

মিশ্র-খাম্বাজ । কাহারবা

তুমি কোন্ জন কর নিরূপণ ?
আমি আমি আমি সদা বলিতেছ অনুক্ষণ ॥
আকাশাদি পঞ্চ তত্ত্ব মন বুদ্ধি দেহ প্রাণ;
কি নাম কি রূপ ধর কোথা তব অধিষ্ঠান;
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, বল তুমি কোন জন ?
পুরুষ কিংবা প্রকৃতি বল তব পরিচয়,
মায়ামঞ্চ রঙ্গভূমে করিতেছ অভিনয়;
সাজিতেছ সাজাতেছ পিতা মাতা পরিজন ?
অহরহঃ জ্বলিতেছে অনিবৃত্ত বাসনা,
ভোগ বারি বরিষণে বাড়ে আশা নিবে না;
ত্রিতাপ তাপিতানলে করিছে সদা দহন ?
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আছ সদা বিদ্যমান,
মিথ্যা কল্পনা তোমার দেহ বুদ্ধি অভিমান;
তুমি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ খু'লে দেখ জ্ঞান নয়ন ॥

ভৈরবী । কাহারবা

ভবনদীর কাল তরঙ্গ দেখেও দেখ না।
চোখ থু'য়ে তুই হইলি অন্ধ; ও তোর মোহ ধান্ধা ঘুচ্‌লনা॥
দারা সুত সব পরিবার, বল্‌ছ কেবল আমার আমার।
তুমি বা কার কেবা তোমার ভেবে একবার দেখলে না॥
যাদের জন্য মর ভেবে, কেউ না তারা সঙ্গে যাবে।
যখন রবিসুত বেঁধে নেবে, চোখ তুলে কেউ চাবেনা॥
পেয়ে একটি কাল বাঘিনী পুষিতেছ দিন যামিনী।
হ'য়ে আত্ম অভিমানী পাছের চিন্তা করলে না॥
একা তুমি আসলে ভবে, একা তোমায় যেতে হবে।
এই দেহ পু'ড়ে ভস্ম হবে, চিতার ছাই রবে নিশানা॥

ভৈরবী । কাহারবা

দিতে অকূল ভব পাড়ি এস তাড়াতাড়ি।
কাল জলের ঘোর তরঙ্গ, মায়ানদী গভীর ভারী ॥
মোহ তন্দ্রায় রইলি পড়ে, বেহুস হ'য়ে অন্ধকারে।
জেগে উঠ ত্বরা করে (দেখ) বেলা আছে দণ্ড চারি ॥
ছয় রিপু দেয় কুমন্ত্রণা (তারা) উজান পথে যেতে দেয় না।
লুটে নিয়ে ষোল আনা, ডুবায়ে দেয় জীবন তরী ॥
ভবসিন্ধুর ওপার যেতে, জ্ঞানের আলো রেখ হাতে।
কাল জলের গভীর স্রোতে, বিপাকেতে যায় না পড়ি ॥
পথের সম্বল রেখ কেবল, বিবেক আর বৈরাগ্য বল।
নদী বড় টল্ টলা টল্ (তোমার) বসে রেখ মন কাণ্ডারী ॥

বেহাগ-খাম্বাজ । ঝাঁপতাল

সত্য কথা বল্‌বার লোক কম পাবি ভাই এ সংসারে।
হয়ে তারা আত্মহারা চোরের নৌকা বয়ে মরে ॥
কামিনী কাঞ্চনে বন্ধ, চোখ থু'য়ে হয়েছে অন্ধ।
পারে না বুঝতে ভাল মন্দ, পড়ে মিছে ধান্ধার ফেরে ॥
সবই যখন এক দলে, সত্য কথা কেবা বলে।
সত্য কথা বল্‌তে গেলে অম্‌নি মুখটি চেপে ধরে ॥
সত্য কথা বল্‌লে পরে, স্থান নাই তার এ সংসারে।
বসে থাক আপন ভাবে, চুপ করে নিজ অন্তরে ॥
সত্য কথা বল্‌তে পারে, এমন লোক পাবিনা ঘুরে।
দেখ্‌বি কেবল এক জোটের সব, চোরের তালে তাল্‌টি ধরে ॥

ভৈরবী । দাদ্‌রা

যাবে যাবে সকলই ত যাবে।
কেহ আজ কেহ কাল—একদিন যেতে হবে ॥
ছিল কত শত শত তারা চলে গেছে জন্মের মত।
এখন আছে যারা যাবে তারা চিরদিন নাহি রবে ॥
যার যখন হয় যাবার সময়, তখন সে ত আর কারও নয়।
ছেড়ে খেলা ভেঙ্গে মেলা চিরঘুমে ঘুম পাড়িবে ॥
যেতে হবে সকল ছেড়ে, পরিজন রবে পড়ে।
মিছামিছি কান্না করে, কিবা আর ফল ফলিবে ॥
ত্যজে এ অনিত্য ধন, নিত্যময় ভজন—
করিয়াছে যেই জন—তারে শমন নাহি ছোঁবে ॥

খাম্বাজ-মিশ্র । একতালা

মায়া ঘুম ঘোরে কাল শয্যায় পড়ে (হ'য়ে) রইলি অচেতন ।
চেয়ে দেখ্ দেখি মরণের বাকী আছে আর কতক্ষণ ॥
হ'য়ে আত্মহারা যশ মান ধনে, ভুলে রইলি তুই কামিনী কাঞ্চনে ।
(আছে) কালান্তের কাল ঘটাবে জঞ্জাল, সেই কথা আর নাই স্মরণে ॥
(যখন) আসিয়ে শমন করবে আক্রমণ, কোথা রবে দারা পুত্র পরিজন ।
(তখন) হইয়ে তরাস হবে ঊর্দ্ধশ্বাস, কেহ নাহি আর রবে আপন ॥
ছাড়িয়ে সংসার অসার ভাবনা, ত্বরিতে ত্বরা করবে সাধনা ।
আত্মধ্যানে বসি থাক দিবানিশি, জ্ঞান স্রোতে ভাসি সর্ব্বক্ষণ ॥
নিত্য নিত্য রসে ডোব অনিবার, ঘুচিবে মলিন মোহ অন্ধকার ।
হবে নিরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার (ভবে) জন্ম মরণ আর হবেনা কখন ॥

গারা-পিলু-খাম্বাজ-মিশ্র দাদরা।

যখন তোর দেহের পাখী দিয়ে ফাঁকি যাবেরে উড়ে।
তখন তোর সাধের নারী তাড়াতাড়ি দিবে ঘরের বাহির করে ॥
যখন ধন উপার্জ্জন হবে, পরিজন বসে রবে
কত আদর যত্ন নিবে—
স্বার্থের তরে বল্‌বে কর্ত্তা এল ঘরে
জল খেতে দাও ত্বরা করে—
রোগ শয্যায় শু'লে পরে উচ্চস্বরে বল্‌বে—আপদ কেন না মরে ॥
দিবানিশি অকাতরে মিছে ভূতের বেগার করে
পরিজন পুষিবারে অর্থের তরে—
যখন শমন বাঁধবে কষে রঙ্গ তারা দেখবে বসে
দশ ইন্দ্রিয় যাবে ছাড়ি, দেহতরী অচল হয়ে রবে পড়ে ॥
এসে তারা শয্যা পাশে, মায়া কান্না কাঁদবে বসে,
নিয়ে যাবে শ্মশান বাসে ব'লে হরি হরি—
মুখে অনল জ্বেলে দিয়ে, দেহ পুড়ে ছাই করিয়ে—
চলে যাবে আপন বাসে, তুদিন পরে (তোরে) যাবে পাসরি ॥
সময় থাক্‌তে পথ ধর—পাছের আয়োজন কর—
মায়ার সংসারটি ছাড় বিচার করে—
আসা যাওয়া বারে বার—এবিদেশে থেকনা আর—
ভবসিন্ধু হয়ে যাও পার—কাল শমন কে বধ করে ॥

মিশ্র সাহানা। কাহারবা

খেলা ছাড় বেলা গেল, ত্বরা করে আয়রে আয়।
দিতে ভবপাড়ি এস তাড়াতাড়ি, পারের সময় বয়ে যায়॥
শোনা যায় ঐ কাল মেঘের ডাক
নদীর জলে ঢেউ ছুটেছে তাতে ঘূর্ণিপাক।
নদীর বাঁকে বাঁকে কাম কুম্ভীর থাকে
বিবেক হলদি মাখ গায়॥
লোভ মোহ দস্যু ধন করে চুরি
অতল জলে তারা ডুবায়ে দেয় তরী।
দিয়ে প্রলোভন যশ মান ধন
পথিকের পথ ভুলায়॥
বাসনা অসুর অতি ভয়ঙ্কর
টেনে নিয়ে যায় দেশ দেশান্তর।
হ'য়ে সাবধান চালাও তরী খান
ধর যেয়ে আপনায়॥
খুলে দাও তুমি নয়নের দ্বার
জ্ঞানালোকে ঘুচাও মোহ অন্ধকার।
যেজন আপন ধ্যানে থাকে নিশিদিনে
তৃপ্তিসুধা রস খায়॥

—⸰⸰—

ভীমপলশ্রী । একতালা

চল্ দেখি মন সংসার ছেড়ে কালান্তক ভয় নাই যথায় ।
নাইরে সেথা জন্ম মরণ সুখ দুঃখ শমনের দায় ॥
অহংকার অন্ধকারে ভুলেছ মন আপনারে—
ধীরে ধীরে কাল নীরে প্রাণ পাখী ডুবে যায় ॥
দারা সুত পরিজন দেখিতেছ যা মিছে স্বপন—
মেলে একবার দেখ নয়ন কেউ নয় আপন এ ধরায় ॥
মিটেনা বিষয় তৃষা শুধু তাতে বাড়ে আশা—
সুধা ভ্রমে গরল খেয়ে কেউ কি কখন শান্তি পায় ॥
সুখ লোভে ডুবে পড়ে অগাধ অকূল সাগরে—
মায়া নদীর ঘূর্ণিপাকে কাম কুম্ভীরে ধরে খায় ॥

কবিগানের সুর

কর্ম্মফল ভোগবার তরে এ সংসারে আসা বারে বার,
প'ড়ে ভ্রান্তিজালে শান্তির পথ ভু'লে জীব সকলে করে হাহাকার;
এ সংসারে সুখের তরে করে হাহাকার—ঘুরে অনিবার ॥
কেউ বা করে জমিদারী কেহ রাজ্যের অধিকারী;
কেউ বা করে গুরুগিরি কেহ হয় শিষ্য তার।
কোথায় আছে সুখ শান্তি না জে'নে সন্ধান;
ক'রে গিছে দেহ-অভিমান আত্মকথা ভু'লে রয়
হয়না কখন দুঃখের বারণ না পাইলে আত্ম পরিচয় ॥
কেউ বা করে তীর্থব্রত, কেউ বা গঙ্গাস্নান;
কেউ বা করে যাগযজ্ঞ কেউ বা করে দান।
কেউ বা শিরে জটা ধরে কেহ গৈরিক বসন পরে;
কেউ বা মালা তিলক ধরে কেউ বা মৌন ভাবে রয়।
সুখ আশে দেশবিদেশে কেউ করে ভ্রমণ;
কেউ বা করে টোল স্কুল কেউ বা করে আশ্রম।
করে পরিশ্রম কেউ বা বেদ শাস্ত্র পড়ে,
কেউ বা মন্ত্র জপ করে, কেউ নিরামিষ আহার করে,
কারও নাই নিয়ম।
ধর্ম্মের তরে গৃহ ছেড়ে কেউ করে সাধন—
কেটে কেহ মায়ার বন্ধন আত্মধ্যানে রত হয় ॥

জন্ম মরণ হয়না বারণ আত্ম সাক্ষাৎ না হইলে;
বাহ্য ভাবে সজ্জা করে ফাঁকি দেওয়া যায় না কালে।
বৈরাগ্য অনলে দগ্ধ চিত্ত যার ঘুচে গেছে মনের মোহ অন্ধকার;
বু'ঝে অসার নাই তাতে সার মিথ্যা জগৎ যায় সে ভুলে ॥
কেউ বা ধনী কেউ বা মানী, কেউ বা পণ্ডিত হয়,
কেহ মুর্খ পরিচয়।
কেউ বা আবার হয় মোহন্ত, আনন্দ নামের নাই অন্ত—
কেহ হয়ে পথ শ্রান্ত ধ্যানে মগ্ন হয়।
মায়ামঞ্চ-নাট্যশালে ধ'রে নানা বেশ—
ভবের খেলা আজব লীলা নিত্য সত্য কিছু নয় ॥

"অপ্রকাশিত একখানি পত্র"

[শ্রীশ্রীব্রহ্মমায়ের গৃহীভক্ত শ্রীবগলা মোহন সরকারের প্রথমা কন্যা "উষার" অকাল মৃত্যুতে "মা" তাহার শোকাতুরা স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবার ছলে যে গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ পত্র দিয়াছিলেন উহার প্রতিলিপি।]

বিতারা

চৈত্র মাস ১৩৩৪ বাং

কল্যাণীয়া—

মা, আমি অদ্য দু'দিন যাবৎ তোমার কাছে আসিতে পারি না। না আসিলেও তোমার কথা আমার মনে আছে। তুমি আর কখনও বৃথা শোক করিও না। যাহা পূর্ব্বে ছিল না; পরেও থাকিবে না, তার জন্য আবার শোক কি? তোমার সন্তানই বা কে আর তুমিই বা কে? দু'দিনের খেলা দু'দিনে ফুরায়। কিছুই ত থাকিবে না—সবই যাবে—তুমিও যাইবা। মায়াই মানুষকে দুঃখ দেয়। মায়াতেই মানুষ বার বার সংসার যাতনা ভোগ করে। পুত্র-কন্যা কি জান? ইহা কেবল বন্ধনেরই কারণ। এই মায়াতে যাহারা বদ্ধ থাকে, তাহারাই জন্ম যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। এই মায়াকে পুনঃ পুনঃ চেস্টার দ্বারায় দূর করিবা। এক সত্য পথই শান্তি জানিবা।

পুত্র-কন্যা-পরিবার স্বপনের ছায়া,
বিবেক-অসি দিয়া কাট এই মায়া।
বিবেক বৈরাগ্য প্রাণে করিয়া সম্বল,
শোক তাপ সম্বরিয়া থাকিও অটল।
কেহ কার নয় আপন অনিত্য সংসার,
সত্য পথ বিনে গতি নাহি জীবের আর।
ছাড় ছাড় ছাড় তুমি বৃথা শোক রাশি,
এই সংসারে সকলে দু'দিনের প্রবাসী।
—এক ভগবানের চিন্তা কর।

লইয়া জ্ঞানের অসি কাটিয়া মায়ার রশি
সব দুঃখ কর দূর,
বিষম মায়ারি জালে আর না পুড়িও জ্বলে
দুঃখের নিশি কর এবে ভোর।
উঠিতে হরি বসিতে হরি শয়নে হরি স্বপনে হরি
এই ত ভাবিত কিশোরী:
হরি ময় দেখিত সংসার।
হরিই ধ্যান হরিই জ্ঞান হরিই মন হরিই প্রাণ;
হরি পদে রেখেই মতি—
আনন্দে থাকিত সেই রাধা সতী।

কিশোরী হরি ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না তাই তাঁকে শোক তাপে ধরিতে পারিত না। কেন না তাঁর মন সদাই হরি পদে থাকিত। অন্য কোন ভাবনাই তাঁহার প্রাণে স্থান দিত না।

জানিও এক ভগবানের চিন্তা করিলেই সকল দুঃখ দূরে যায়। এই চিন্তা হইতে মানুষ যতই দূরে থাকে, ততই শোকে তাপে দগ্ধ হয়। যখন যেভাবে তিনি রাখেন, তাই সুখ মনে করিবা। সেই ভগবানের দিকে মন দাও, তবেই শান্তি পাইবা।

আশার-কুহকে তব সংসার ভ্রমণ,
কে তুমি? কোথায় ছিলে করহ স্মরণ।
ভুলি নিজ নিকেতন, অবিদ্যা তিমিরে,
ধন জন যৌবন ক্ষণেকের তরে।
দেখিছ সবার গতি শ্মশানে শয়ন,
তবু এই ভ্রান্ত জীব না হও চেতন।
কাম ক্রোধ লোভ বশে সদাই চঞ্চল,
অমৃত ফেলিয়া ভোগ করিছ গরল।

আশীর্ব্বাদিকা—"মা"

॥ ওঁ তৎ সৎ ॥

পুস্তক মুদ্রণে অর্থ সাহায্যকারীদের নাম ও সাহায্যের পরিমান।

	নাম		পরিমান
১।	স্বামী ওঁকারানন্দ	...	৫০৲ টাকা
২।	শ্রীঅতুল চন্দ্র ভৌমিক	...	২৫৲ ,,
৩।	,, যতীন্দ্র নাথ ব্রহ্মচারী	...	২৫৲ ,,
৪।	,, বগলা মোহন সরকার	...	২৫৲ ,,
৫।	,, নগেন্দ্র নাথ পাল	...	২৫৲ ,,
৬।	,, অধর চন্দ্র রাজোয়ার	...	২৫৲ ,,
৭।	,, দেবী প্রসাদ মাহাত	...	২৫৲ ,,
৮।	,, ভক্তীরাম মাহাত	...	২৫৲ ,,
৯।	,, ভূষণ চন্দ্র মাহাত	...	২৫৲ ,,
১০।	,, শূলপানী মাহাত	...	২৫৲ ,,
১১।	,, যোগেন্দ্র নাথ মাহাত	...	২৫৲ ,,
১২।	,, রজনী কান্ত মাহাত	...	২৫৲ ,,
১৩।	,, হারাধন ঘোষাল	...	২৫৲ ,,
১৪।	,, ব্রহ্মানন্দ ব্রহ্মচারী	...	২৫৲ ,,

শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞমায়ের উপদেশ ও বাণী

"শ্রীশ্রীব্রহ্মজ্ঞমায়ের কথা"

প্রকাশক :

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সেন
এম, এ, বি, এল,

প্রাপ্তিস্থান—

(১) শান্তি আশ্রম (বেলাবাগান)
পোঃ বৈদ্যনাথ ধাম। জিলা সাঁওতাল পরগণা (বিহার)

(২) নির্ব্বাণ মঠ (বেলাবাগান)
পোঃ বৈদ্যনাথ ধাম। জিলা সাঁওতাল পরগণা (বিহার)